

৩.০ বাস্তবায়িত সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ

৩.১.০ বৈদেশিক অর্থায়ন তথ্য

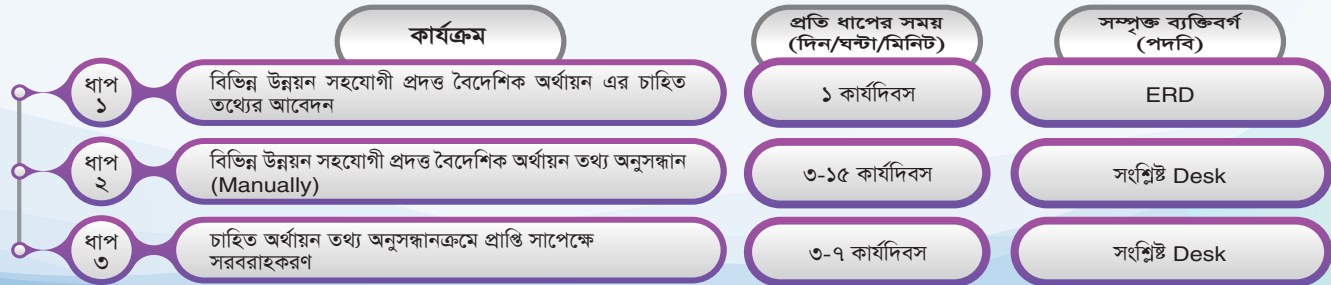
বাংলাদেশে বৈদেশিক অর্থায়ন বিষয়ক কাজের সাথে ইআরডি সম্পৃক্ত। কোন নাগরিক যদি জানতে চান তার এলাকাতে কোন প্রকল্প চলমান এবং তাতে কোন উন্নয়ন সহযোগী কত অর্থায়ন করছে, সে তথ্য সহজলভ্য নয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাধারণ জনগণ সরাসরি এ বিভাগের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে না তবে শিক্ষক, ছাত্র, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিগণ এ বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

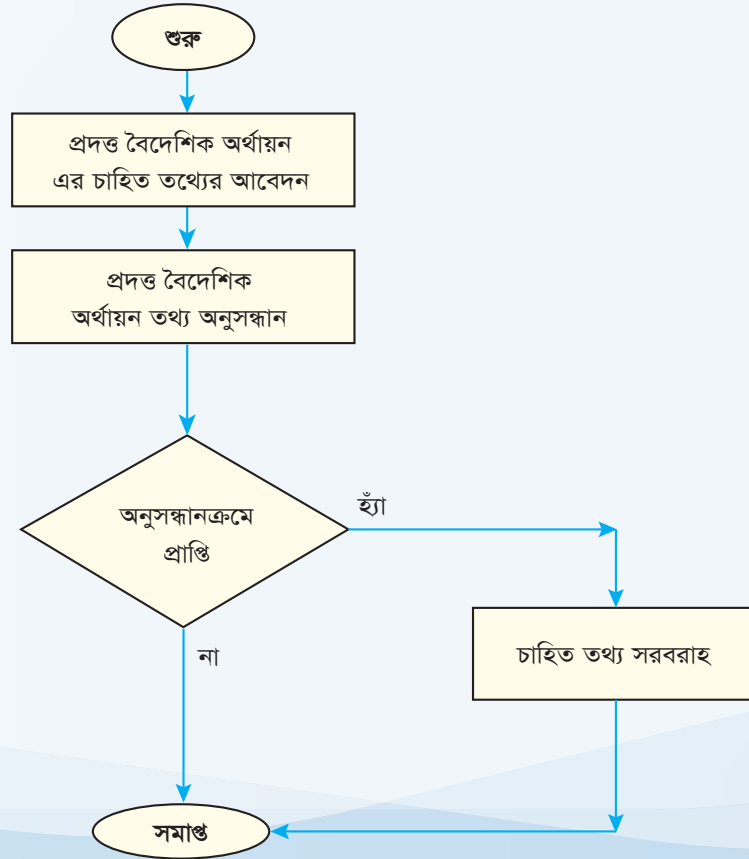
বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্য করে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Aid Information Management System (AIMS) চালু করা হয়েছে। AIMS উন্নয়ন সহযোগীদেশ এবং সংস্থা বৈদেশিক অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে পারে এবং আপলোডকৃত তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। AIMS এ Geo-Coding মডিউল ব্যবহার করে কোন প্রকল্প কোথায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তা জানা যায়।

বৈদেশিক অর্থায়নের ঐতিহাসিক তথ্যসহ সকল তথ্য এ বিভাগ থেকে প্রকাশিত Flow of External Resources Bangladesh বইয়ে সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি চলতি বছরের তথ্য FABA অনুবিভাগে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও ইআরডি'র ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে সকল হালনাগাদ তথ্য রয়েছে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ বৈদেশিক অর্থায়নের তথ্য সেখান থেকে পেতে পারে।

৩.১.১ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত বৈদেশিক অর্থায়ন তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত



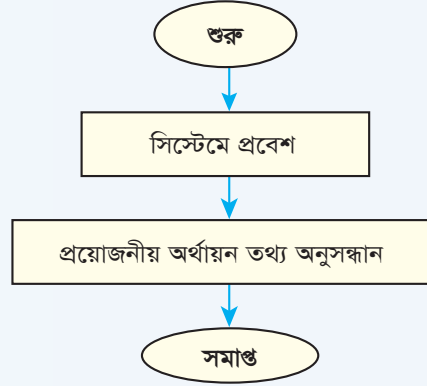
৩.১.২ বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ



৩.১.৩ তুলনামূলক বিশ্লেষণ (পূর্বতন ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

ক্রম	ক্ষেত্র	সমস্যা বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১	আবেদনপত্র/ফরম/ রেজিস্টার/প্রতিবেদন	বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বৈদেশিক অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদাপত্র Manually অনুসন্ধান।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে না। 'AIMS' web Application-এ প্রবেশ করতে হবে।
২	দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	-	-
৩	সেবার ধাপ	বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবার ধাপ ন্যূনতম ০৩টি	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ২টি ধাপে সেবা গ্রহণ সম্ভব হবে।
৪	সম্পূর্ণ জনবল	<ul style="list-style-type: none"> সেবা গ্রহীতা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে কর্মরত জনবল। Manually অনুসন্ধানের কারণে জনবলের সম্পৃক্ততা বেশি। 	<ul style="list-style-type: none"> উন্নয়ন সহযোগীরা নিজ নিজ তথ্য Upload করবে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেবা গ্রহীতার সম্পৃক্ততা রয়েছে।
৫	স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সাথে সম্পূর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	-	-
৬	আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	-	-
৭	আইন/বিধি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	-	-
৮	অবকাঠামো/হার্ডওয়ার ইত্যাদি	অনলাইনভিত্তিক না হওয়ায় Server-Software বা Internet Connectivity আবশ্যিক নয়।	বাস্তবায়িত পদ্ধতিতে Server-Software এবং Internet Connectivity নিশ্চিত করতে হবে।
৯	রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	উন্নয়ন সহযোগীদের প্রত্যেকের বিপরীতে কোন খাতে কি পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা করা হচ্ছে, তা Manually অনুসন্ধান এবং পৃথকভাবে তালিকা আকারে সংরক্ষণ করা হয়।	AIMS প্রযুক্তি নির্ভর Web Application হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে নিজ নিজ তথ্য Upload করতে হয়। তথ্য সংরক্ষণ দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভব।
১০	প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি	বর্তমান পদ্ধতিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ নাই।	প্রস্তাবিত পদ্ধতি প্রযুক্তি নির্ভর।
১১	খরচ (নাগরিক+অফিস)	-	-
১২	সময় (নাগরিক+অফিস)	সময়সাপেক্ষ।	তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব।
১৩	যাতায়াত (নাগরিক)	চাহিত তথ্য যথাযথ না হলে সেবা গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট Desk/দপ্তর আসতে হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা তার প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
১৪	অন্যান্য	-	-

৩.১.৪ বাস্তবায়িত প্রসেস ম্যাপ



৩.১.৫ তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১:	বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত বৈদেশিক অর্থায়ন এর চাহিত তথ্যের আবেদন	ধাপ-১:	প্রস্তাবিত সিস্টেমে প্রবেশ
ধাপ-২:	বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত বৈদেশিক অর্থায়ন এর অনুসন্ধান (Manually)	ধাপ-২:	প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তথ্য অনুসন্ধান
ধাপ-৩:	চাহিত অর্থায়ন তথ্য অনুসন্ধানক্রমে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহকরণ		

৩.১.৬ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে পূর্বতন ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির তুলনা

	পূর্বতন পদ্ধতি	বাস্তবায়িত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৩ - ৫ দিন	তাৎক্ষণিক
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	-	-
যাতায়াত	১/২ বার সংশ্লিষ্ট ডেস্কে উপস্থিত হতে হয়	উপস্থিতির প্রয়োজন নেই
ধাপ	৩	২
জনবল	অধিক সংখ্যক	অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত
দাখিলীয় কাগজপত্র	চাহিত তথ্যের আবেদন	প্রয়োজন নেই

৩.১.৭ বর্তমান অবস্থা

AIMS উদ্ভাবনের পূর্বে বৈদেশিক অর্থায়ন সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রাপ্তি ও প্রাপ্তিকালের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অথচ বর্তমানে তা মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমেই করা সম্ভব।

৩.২.০ বাংলাদেশে-সুইডেন ট্রাস্ট ফান্ড

সুইডেন সরকারের অনুদানে বাংলাদেশে-সুইডেন ট্রাস্ট ফান্ড গত ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। বাংলাদেশ হতে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিমান ভাড়ার একাংশ ট্রাস্টের মূল টাকার প্রাপ্ত সুদ থেকে প্রদান করা হয়। এই কাজটি শুরু থেকেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হতো। যার জন্য আনুমানিক ৭-৮ মাস সময় লাগতো। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের জন্য সেবা প্রার্থীকে ২-৩ বার সংশ্লিষ্ট শাখায় আসতে হতো। পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা ডাক মাধ্যমে বা সরাসরি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট ডেস্কে জমা দিত এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রদত্ত চেক সরাসরি গ্রহণ করতে হতো।

বর্তমানে একটি সফটওয়্যার মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য মাত্র ২-৩ মাস প্রয়োজন হয়। অনলাইনে এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সেবা গ্রহীতাগণকে ইআরডি'র সংশ্লিষ্ট শাখায় আসার প্রয়োজন নেই। অনলাইনের মাধ্যমে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের Softcopy আপলোড করা যায় এবং চূড়ান্ত বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের ব্যাংক একাউন্টে EFT-র মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা হয়।